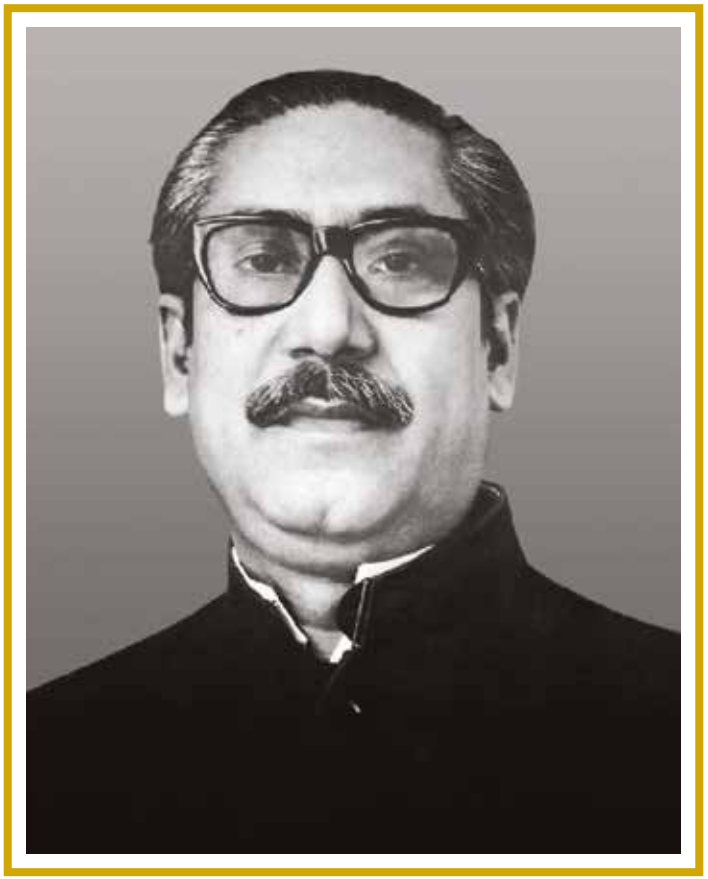

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০

ভেন্যুঃ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, ঢাকা

১৬ এপ্রিল, ২০২৩। ০৩ বৈশাখ, ১৪৩০

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা : জনাব এ এইচ এম আহসান, ভাইস-চেয়ারম্যান, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

উপদেষ্টা : জনাব মাহবুবুর রহমান, মহাপরিচালক, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সম্পাদক : জনাব মাহমুদুল হাসান, পরিচালক, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্য : জনাব মোঃ শাহজালাল, পরিচালক, পণ্য বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

জনাব আবু মোখলেছ আলমগীর হোসেন, পরিচালক, মেলা ও প্রদর্শনী বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

বেগম মুনিরা শারমিন, সহকারী পরিচালক, নীতি ও পরিকল্পনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সদস্য-সচিব : জনাব একেএম ফরিদ উদ্দিন আহম্মদ, তথ্য কর্মকর্তা, তথ্য ও প্রকাশনা বিভাগ, রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

প্রকাশকাল

এপ্রিল, ২০২৩ খ্রি.

মুদ্রণঃ

মেরকাদো ইন্টারন্যাশনাল, ৭১ ইসলামবাগ, পোস্তা, লালবাগ, ঢাকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

বাণী

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জাতীয় রপ্তানিতে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কৃতি রপ্তানিকারকদের 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি' প্রদান বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়াতে একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। এ উদ্যোগ রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণে রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করবে বলে আমি মনে করি। আমি 'জাতীয় রপ্তানি ট্রফি' বিজয়ী সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান ও ব্যবসায়ীবৃন্দকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রপ্তানি বাণিজ্য প্রসারের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রপ্তানি খাতের অবদান ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার স্বীকৃতি পেয়েছে। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশ থাকাকালিন প্রাপ্ত অনেক অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা ভবিষ্যতে আর থাকবেনা। তাই এখন থেকেই আমাদের রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধি ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে জোরালো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। রপ্তানি ট্রফি প্রদানের মত প্রণোদনামূলক কার্যক্রম রপ্তানিকারকের সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভুমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি।

কোভিড মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের রপ্তানি বাণিজ্য লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার নানামূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে রপ্তানিকারকদের নিরলস পরিশ্রম আর আন্তরিক প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। একই সাথে রপ্তানিমুখী শিল্পকারখানার কর্ম পরিবেশের উন্নয়ন, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও পরিবেশবান্ধব উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করাও অত্যন্ত জরুরি। সকলের সম্মলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাক- এ প্রত্যাশা রইল।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আবদুল হামিদ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পুরস্কারপ্রাপ্ত সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাবৃন্দকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আওয়ামী লীগ সরকার ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ বজায় রেখে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে আমাদের সরকার ব্যবসায় নানা ধরনের প্রণোদনা প্রদান করে আসছে। ২০০৯ সালে সরকার গঠনের সময় মোট রপ্তানি আয় ছিল ১৫.৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিগত বছরসমূহে অব্যাহত নীতি সহায়তার ফলে কয়েক গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রথম জুলাই-ফেব্রুয়ারি পণ্য খাতের অর্জিত আয় ৩৭.০৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয় ৩৩.৮৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় ৯.৫৬ শতাংশ বেশি।

রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন নতুন বাজার বাড়াতে আমরা নানমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। পণ্য রপ্তানির পাশাপাশি সেবাখাতের সম্প্রসারণ ও রপ্তানিতে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমাদের সরকার ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার অনুকূল নীতি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

রপ্তানি বাণিজ্য সামস্টিক অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা আনয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই রপ্তানি বাণিজ্যের সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে যে সকল প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য সফলতা দেখিয়ে অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছেন তাদের স্বীকৃতি প্রদান করার মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের অনুপ্রাণিত করা হলে নতুন পণ্য উদ্ভাবন ও বাজার সম্প্রসাণে তা সহায়ক হবে আশা করছি।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বাংলাদেশের কৃতি ব্যবসায়ীবৃন্দকে জাতীয়ভাবে সম্মানিত করার লক্ষ্যে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান আয়োজন করা হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। করোনা অতিমারীর প্রাদুর্ভাব এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মধ্যেও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সোনার বাংলা গড়ায় অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনে আমাদের ব্যবসায়ীবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা ও কর্মমূখী মনোভাবে আমি গর্ববোধ করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বাণিজ্য সক্ষমতা বৃদ্ধি, ব্যবসা সম্প্রসারণসহ নতুন নতুন বিনিয়োগ সম্ভাবনা সৃষ্টির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করছেন। টেকসই রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত ও বাংলাদেশি পণ্যের জন্য নতুন বৈশ্বিক বাজার খুঁজে বের করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো নানামূখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০২৬ সালে এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশে যে সব চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ তৈরী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করে নতুন রপ্তানি নীতিমালায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আমি মনে করি রপ্তানি ট্রফি প্রদানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকগণকে তাদের সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদানের পাশাপাশি একটি প্রতিযোগিতার পরিবেশও তৈরি হয়ে থাকে। মর্যাদাকর এ ট্রফি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, অগ্রগতি, কর্মসংস্থান সৃজন, সাপ্লাই চেইনে উপযুক্ত ভূমিকা ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান তথা দেশের সুনাম বৃদ্ধির নিয়ামক হিসেবে কাজ করছে। এছাড়াও এই পুরস্কার একজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ীকে উত্তম চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একজন রপ্তানিকারক যথাযথ ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়ে উঠেন।

অনেক চড়াই-উৎরাই অতিক্রম করে দেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বিগত পাঁচ দশক দেশের রপ্তানি সম্প্রসারণে যেভাবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এসেছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। আশা করি তাদের এ প্রচেষ্টা দেশ ও জাতির স্বার্থে উত্তরোত্তর আরও বেগবান হবে। একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটাবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ বিজয়ী সকল রপ্তানিকারককে আমি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পাশাপাশি জাতীয় রপ্তানিতে তাদের অনবদ্য প্রচেষ্টার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

টিপু মুনশি, এমপি

বাণী

সভাপতি
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো'র যৌথ উদ্যোগে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান এর আয়োজন হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

বাংলাদেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে ডিজিটাল থেকে "স্মার্ট বাংলাদেশ " গড়ার লক্ষ্যে কাজ চলছে। এ লক্ষ্যে স্মার্ট সিটিজেন, স্মার্ট ইকোনমি, স্মার্ট গভর্ণমেন্ট এবং স্মার্ট সোসাইটি করার কর্ম পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এখানেই বাংলাদেশ থেমে থাকেনি, ২১০০ সালে ব-দ্বীপ কেমন হবে, সে পরিকল্পনাও নিয়েছে বর্তমান সরকার। পরস্পর নির্ভরশীল বিশ্বে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলতে কেবলমাত্র পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয়কে বুঝায় না। জাতীয় অর্থনীতিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রভাব বহুমুখী। টেকসই উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে এর প্রভাব অপরিসীম। একটি উন্নয়নশীল দেশ হওয়া সত্বেও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যোগান ধারায় দক্ষ নিয়ামকের ভূমিকা পালন করে জনগণের জীবন ও জীবিকার উন্নয়ন ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখে চলছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ বিশ্বব্যাপী তার পণ্য ও সেবাসমূহের বাজার বৃদ্ধিকল্পে নিয়োজিত রয়েছে। সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজস্ব পণ্যের প্রবাহ বৃদ্ধি ও বাণিজ্য বাধাসমূহ দূরীকরণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে সদা সচেষ্ট। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের প্রয়াস ও নিরলস প্রচেষ্টায় করোনা (কোভিড-১৯) ও ইউক্রেন-রাশিয়া এর যুদ্ধ পরিস্থিতিতেও দেশের রপ্তানি আয় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ৬০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। করোনা মহামারিসহ বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ উন্নয়নের অদম্য অগ্রযাত্রায় এগিয়ে চলেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির ক্রমবর্ধমান গতিধারায় রপ্তানি বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলছে। রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ যেমনঃ পণ্য ও সেবা উৎপাদন, আন্তর্জাতিক বাজার অনুসন্ধান ও বৈশ্বিক বাজারে রপ্তানি বাণিজ্য বৃদ্ধিকরণে বর্তমান ব্যবসা বান্ধব সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি আশা করি, ট্রফি প্রাপক রপ্তানিকারকগণ এ স্বীকৃতির কারণে একদিকে যেমন রপ্তানি বৃদ্ধিতে নতুন করে আগ্রহী হবেন, অন্যদিকে নতুন নতুন উদ্যোক্তা অনুরুপ সম্মান পাওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করবেন। আর এভাবেই দেশ অর্থনৈতিক উন্নতির কাঙ্খিত লক্ষে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

আমি সকল রপ্তানি ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠানকে তাদের এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ বিতরণ অনুষ্ঠান-এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

তোফায়েল আহমেদ, এমপি

বাণী

সিনিয়র সচিব
বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে দেশের বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠান ২০১৯-২০২০ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। রপ্তানি উৎসাহিতকরণে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন। রপ্তানি আয় অর্জনে প্রবৃদ্ধির ধারাকে অব্যাহত রাখতে যে সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন তাঁদের জাতীয় স্বীকৃতি প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব। জাতীয় পর্যায়ে তাঁদের এ স্বীকৃতি একদিকে যেমন রপ্তানি বাণিজ্যকে আরও গতিশীল করবে, অপরদিকে অন্যান্য রপ্তানিকারকদের রপ্তানি বাণিজ্যে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ ও প্রেরণা যোগাবে এবং সার্বিকভাবে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণে সহায়ক হবে।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট নির্ণায়ক ও স্বচ্ছ গাণিতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও বেসরকারি বাণিজ্যিক এসোসিয়েশনের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়। নির্ধারিত ৩২টি পণ্য ও সেবা খাতের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২৯টি খাতে প্রাপ্ত ২৪৪টি আবেদনপত্র পুংখানুপুংখভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক ২৮টি স্বর্ণ, ২৫টি রৌপ্য ও ১৭টি ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রাপক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হয়েছে। এছাড়া, পণ্য ও সেবা খাত নির্বিশেষে একটি প্রতিষ্ঠানকে সর্বাধিক রপ্তানিকারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) প্রদান করা হচ্ছে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও সুদৃঢ় নীতিগত সহায়তা প্রদানের ফলে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। এ অসামান্য অগ্রগতিতে রপ্তানি বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রপ্তানিকারকদের জাতীয়ভাবে যে সম্মান ও স্বীকৃতি দেয়া হলো তা তাঁদেরকে অধিকতর উদ্যমী ও গতিশীল হতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। রপ্তানি বাণিজ্যের সাফল্যের এ ধারা ও রপ্তানিকারকগণের দুর্দমনীয় প্রচেষ্ঠা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠা লাভে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জাতির পিতার আজন্ম লালিত স্বপ্ন 'সোনার বাংলা' গঠনে বলিষ্ট ভূমিকা রাখবে।

আমি ট্রফি প্রাপক সকল প্রতিষ্ঠানকে তাঁদের এ অসামান্য সাফল্যের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেই সাথে যারা এ আয়োজন সফল করতে একনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তাঁদেরকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

আমি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি বিতরণ অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

তপন কান্তি ঘোষ

সভাপতি
এফবিসিসিআই

বাণী

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দেশের রপ্তানি উন্নয়নে অনন্য অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ রপ্তানিকারকদের "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০" প্রদান করতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি, মাথাপিছু আয়, রপ্তানি আয়, অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও নীতি সহায়তার কারণে বাংলাদেশ এখন দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম অর্থনৈতিক পরাশক্তি।

বাংলাদেশের এই অমিত অর্থনৈতিক অগ্রগতির পেছনে এ দেশের অদম্য, দক্ষ ও সৃজনশীল রপ্তানিকারকদের ভুমিকা অপরিসীম। তাঁদের কারণেই বিশ্ববাজারে সমদৃত হয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ পণ্য। দেশে তৈরি হয়েছে বিপুল কর্মসংস্থান। বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভকে শক্তিশালী করতেও রপ্তানিকারকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। চলমান বৈশ্বিক সংকটে যখন বিভিন্ন দেশের অর্থনীতি নাজুক পরিস্থিতির মুখোমুখি ঠিক সেই সময়েও পণ্য রপ্তানি চলমান রেখে দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে রপ্তানিকারকদের ভূমিকা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

২০২৬ সালে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন পরবর্তী চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের এখন থেকেই সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি ২০৪১ সালে সরকারের কাঙ্ক্ষিত রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পণ্য বহুমুখীকরণেও গুরুত্ব দিতে হবে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগতি প্রমাণ করে-রপ্তানি পণ্য বহুমুখীকরণ এবং বাজার সম্প্রসারণে আমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করছি। তবে চতুর্থ শিল্প বিপ্লব (4IR) এর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় এক্ষেত্রে আমাদের আরও উন্নয়ন ঘটাতে হবে। যেখানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বেসরকারি খাতকে।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান অনুষ্ঠান জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে দেশের রপ্তানিকারকদের আরও উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

পণ্য রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ যারা "জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০" অর্জন করেছেন এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে তাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আমি জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

মোঃ জসিম উদ্দিন

Export Promotion Bureau
Bangladesh

ভাইস-চেয়ারম্যান
রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

রপ্তানি প্রবৃদ্ধির ধারা অক্ষুন্ন রেখে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিঃসন্দেহে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট ও নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সব বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে রপ্তানি বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ মূল অংশীজন রপ্তানিকারকবৃন্দের অবদান অসামান্য। এ প্রেক্ষাপটে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য রপ্তানি বাণিজ্য উন্নয়নে মুখ্য ভূমিকা পালনকারী রপ্তানিকারকদের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদানের নৈতিক বোধ থেকে রপ্তানিকারকদের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রদান করা হয়ে থাকে। রপ্তানিকারকগণের মধ্যে রপ্তানিতে অধিকতর উৎসাহ, উদ্দীপনা ও সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করাই হচ্ছে এ ট্রফি প্রদানের মূল উদ্দেশ্য।

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রাপক নির্ধারণের ক্ষেত্রে রপ্তানি ট্রফি নীতিমালা-২০১৩ অনুসারে রপ্তানি আয়, আয়গত প্রবৃদ্ধি, নতুন পণ্যের সংযোজন, নতুন বাজারে প্রবেশ, কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন অবস্থা ইত্যাদি মূল্যায়নপূর্বক রপ্তানি বাণিজ্যে অবদান নিরূপন করা হয়। এসব মানদন্ডের সাথে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার আর্থিক লেনদেন, বাণিজ্যিক স্বচ্ছতা, দেশের আর্থিক বিধানাবলীর যথাযথ অনুসরণ অবস্থা ইত্যাদি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী সর্বোচ্চ রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে পণ্য ও সেবার ৩২টি খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ ট্রফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও খাত নির্বিশেষে সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় অর্জনকারী রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হচ্ছে "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি"। পূর্ববর্তী অর্থবছরের রপ্তানির ভিত্তিতে পরবর্তী অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের রপ্তানি আয়ের ভিত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে। এ বছর ২৮টি স্বর্ণ, ২৫টি রৌপ্য, ১৭টি ব্রোঞ্জ ট্রফি ও ১টি প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু ট্রফি অর্থাৎ মোট ৭১টি প্রতিষ্ঠানকে ট্রফি প্রদান করা হচ্ছে।

রপ্তানি আয় বৃদ্ধিতে পণ্যের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মান উন্নয়ন, পণ্য ও বাজার বহুমূখীকরণ এর বিকল্প নেই। রপ্তানিকারক এবং রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোসহ সরকারী ও বেসরকারী রপ্তানি সহায়ক প্রতিষ্ঠানসমূহ এলক্ষ্যে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। সরকার ব্যবসা বাণিজ্যকে উৎসাহিত করতে সময়োপযোগি নানা প্রকারের নীতি সহায়তা প্রদান করছে। যুগোপযোগী নানা পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো সবসময়ই ব্যবসায়িদের পাশে থেকে দায়িত্ব পালন করে আসছে। অতীতের ন্যায় ভবিষ্যতেও সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা দেশের রপ্তানি আয়ের কাঙ্খিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হবো।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক সকল রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানকে রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা ও আন্তরিক অভিনন্দন।

রপ্তানির ক্ষেত্রে এ গৌরবোজ্বল কৃতিত্ব অর্জনকারী ট্রফি বিজয়ীদের এবং সকল রপ্তানিকারকগণের আরো সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

এ এইচ এম আহসান

রপ্তানি বৃদ্ধি জাতীয় সমৃদ্ধি

Export Promotion Bureau
Bangladesh

We Promote Export---

We Build Image---

We Brand Bangladesh---

Export Promotion Bureau
Bangladesh

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ২০১৯-২০২০ প্রদান অনুষ্ঠান

জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)			
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১	পণ্য খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান	:	ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম	৯

ক্রমিক নং	স্বর্ণ ট্রফি			
	পণ্য খাত		প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা	১২
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	জি. এম. এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা	১৩
৩	সকল ধরণের সুতা	:	স্কয়ার টেক্সটাইলস লিমিটেড, ঢাকা	১৪
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা	১৫
৫	হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	:	জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা	১৬
৬	টেরিটাওয়েল	:	নোমান টেরিটাওয়েল মিলস লিমিটেড, ঢাকা	১৭
৭	হিমায়িত খাদ্য	:	বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা	১৮
৮	কাঁচা পাট	:	ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা	১৯
৯	পাটজাত দ্রব্য	:	আকিজ জুট মিলস লিঃ, ঢাকা	২০
১০	চামড়াজাত পণ্য	:	পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা	২১
১১	ফুটওয়্যার (সকল)	:	বে-ফটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা	২২
১২	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	:	মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড, ঢাকা	২৩

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	স্বর্ণ ট্রফি			
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১৩	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা	২৪
১৪	ফুল-ফলিয়েজ	:	মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা	২৫
১৫	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	কারুপণ্য রংপুর লিঃ, রংপুর	২৬
১৬	প্লাস্টিক পণ্য	:	বেঙ্গল প্লাস্টিক লিমিটেড, ঢাকা	২৭
১৭	সিরামিক সামগ্রী	:	শাইন পুকুর সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা	২৮
১৮	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	এম এন্ড ইউ সাইকেলস্ লিঃ, গাজীপুর	২৯
১৯	ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	:	এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা	৩০
২০	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	মেরিন সেফ্‌টি সিস্টেম, চট্টগ্রাম	৩১
২১	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, ঢাকা	৩২
২২	কম্পিউটার সফটওয়্যার	:	সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা	৩৩
২৩	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	:	প্যাসিফিক জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম	৩৪
২৪	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	:	ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী	৩৫
২৫	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	মনট্রিমস লিমিটেড, গাজীপুর	৩৬
২৬	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	:	অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা	৩৭
২৭	অন্যান্য সেবা খাত	:	মেসার্স এক্সপো ফ্রেইড লিমিটেড, ঢাকা	৩৮
২৮	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	:	পাইওনিয়ার নীটওয়ার্স (বিডি) লিমিটেড, ময়মনসিংহ	৩৯

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	রৌপ্য ট্রফি			
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	স্লোটেক্স আউট ওয়্যার লিঃ, ঢাকা	৪২
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	স্কয়ার ফ্যাশনস লিমিটেড, ঢাকা	৪৩
৩	সকল ধরণের সুতা	:	বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ময়মনসিংহ	৪৪
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	এনভয় টেক্সটাইলস লিঃ, ঢাকা	৪৫
৫	হিমায়িত খাদ্য	:	ক্রিমসন রোসেলা সীফুড লিমিটেড, সাতক্ষীরা	৪৬
৬	কাঁচা পাট	:	মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা, খুলনা	৪৭
৭	পাটজাত দ্রব্য	:	জনতা জুট মিলস লিঃ, ঢাকা	৪৮
৮	চামড়াজাত পণ্য	:	এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ঢাকা	৪৯
৯	ফুটওয়্যার (সকল)	:	এফবি ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা	৫০
১০	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	:	আল আজমী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা	৫১
১১	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা	৫২
১২	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	বিডি ক্রিয়েশন, গাজীপুর	৫৩
১৩	প্লাস্টিক পণ্য	:	ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা	৫৪
১৪	সিরামিক সামগ্রী	:	আর্টিসান সিরামিকস লিমিটেড, ঢাকা	৫৫

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	রৌপ্য ট্রফি			
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১৫	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	মেসার্স মেঘনা বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা	৫৬
১৬	ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য	:	বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া	৫৭
১৭	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	তাসনিম ক্যামিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা	৫৮
১৮	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা	৫৯
১৯	কম্পিউটার সফ্টওয়্যার	:	গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিঃ, ঢাকা	৬০
২০	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	: :	এন এইচ টি ফ্যাশান লিমিটেড, চট্টগ্রাম	৬১
২১	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত	:	আর. এম. ইন্টারলাইনিস লিঃ, চট্টগ্রাম	৬২
২২	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	এম. এন্ড ইউ. প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা	৬৩
২৩	অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য	:	নিহাও ফুড কোং লিঃ, চট্টগ্রাম	৬৪
২৪	অন্যান্য সেবা খাত	:	মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা	৬৫
২৫	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	:	বী-কন নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা	৬৬

এক নজরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহ

ক্রমিক নং	ব্রোঞ্জ ট্রফি			
	পণ্য খাত	:	প্রতিষ্ঠানের নাম	পৃষ্ঠা
১	তৈরি পোশাক (ওভেন)	:	তারাশিমা এ্যাপারেলস্ লিঃ, ঢাকা	৬৮
২	তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)	:	ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড, ঢাকা	৬৯
৩	সকল ধরণের সুতা	:	মেসার্স ভিয়েলাটেক্স স্পিনিং লিঃ, ঢাকা	৭০
৪	টেক্সটাইল ফেব্রিক্স	:	হা-মীম ডেনিম লিমিটেড, ঢাকা	৭১
৫	হিমায়িত খাদ্য	:	এম. ইউ সী ফুডস্ লিমিটেড, যশোর	৭২
৬	পাটজাত দ্রব্য	:	করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা	৭৩
৭	ফুটওয়্যার (সকল)	:	আজিজ ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা	৭৪
৮	কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)	:	এলিন ফুডস্ ট্রেড, ঢাকা	৭৫
৯	এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)	:	হবিগঞ্জ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা	৭৬
১০	হস্তশিল্পজাত পণ্য	:	ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা	৭৭
১১	প্লাস্টিক পণ্য	:	বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা	৭৮
১২	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য	:	মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ, গাজীপুর	৭৯
১৩	অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য	:	বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম	৮০
১৪	ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য	:	নিপ্রো জেএমআই কোম্পানি লিঃ, চট্টগ্রাম	৮১
১৫	ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন (সি ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক শিল্প (নিট ও ওভেন)	:	শাশা ডেনিমস্ লিঃ, ঢাকা	৮২
১৬	প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য	:	মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা	৮৩
১৭	নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)	:	ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রোঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ	৮৪

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জাতীয় রপ্তানি ট্রফি ও সনদ প্রাপক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ)

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পণ্য খাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) প্রাপক প্রতিষ্ঠান

ইউনিভার্সেল জিন্স লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-প্যান্ট, কারগো প্যান্ট, চিনো, জ্যাকেট, ওভারঅল, শর্ট অল ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০,০০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বৎসর ১৮ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১৯৫.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৪৩ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার-২০২০, ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৯, সেকেন্ড এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড, এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১০, ২০১২ ও ২০১৩ অর্জন করেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি করবর্ষ ২০১৯-২০২০ (পঞ্চম), ২০২০-২০২১ (প্রথম) এবং ২০২১-২০২২ (দ্বিতীয়) সম্মাননা ট্যাক্স কার্ড পেয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে দায়িত্ব পালন করে থাকে। সরাসরি আর্থিক সহযোগিতা প্রদান, বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান, স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, নারী শিক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে নিয়মিত শিক্ষা বৃত্তি ও শিক্ষা উপকরণ প্রদানসহ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় বিশেষ বৃত্তি প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি পণ্যখাত নির্বিশেষে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ("সি" ক্যাটাগরি) তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন) রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিভার্সেল জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য সেরা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

স্বর্ণ ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

রিফাত গার্মেন্টস লিমিটেড, ঢাকা।

রিফাত গার্মেন্টস লিঃ প্রতিষ্ঠাকালীন ২০০৪ সাল থেকেই মানসম্মত পোশাক তৈরি করে বিদেশী ক্রেতাদের মাঝে নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-ওভারকোর্ট, শার্ট, প্যান্ট, জ্যাকেট, স্কার্ট, গার্লস ড্রেস, বেবি আইটেম ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৪,৩৪৪ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৩১ লক্ষ ডজন তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১৫ (পনের) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি পেয়ে আসছে। তৈরি পোশাক (ওভেন) খাতে প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানিতে অন্যতম শীর্ষ স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন পণ্য তৈরিকরণ ও বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সুনাম বৃদ্ধিতে অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সর্বোচ্চ রপ্তানিকারক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি আয় ছিল ১৯৪.২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে আর্ত-মানবতার সেবায় প্রতিষ্ঠানটি অবদান রেখে আসছে। ধারাবাাহিকভাবে এ সাফল্যের জন্য রিফাত গার্মেন্টস লি: ঢাকা-কে অভিনন্দন। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ক্রমবর্ধমান রপ্তানির সাফল্যের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ রিফাত গার্মেন্টস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

জি.এম.এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা।

জি.এম.এস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ ১৯৯৯ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির প্রধান প্রধান উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে রয়েছে- হুডি জ্যাকেট, টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্রাউজার, বেবি গার্মেন্টস, গার্লস ড্রেসেস ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মরত কর্মীর সংখ্যা ১৮,৬৮৭ জন এবং দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা নিটিং- ৬০,০০০ কেজি, ফেবিক্স ডাইং- ৬০,০০০ কেজি, ওয়াস-৫০০ কেজি, ইয়ার্ন ডাইং- ২০,০০০ কেজি, স্ক্রিন প্রিন্টিং- ২,০০,০০০ পিস, অল ওভার প্রিন্ট- ১৮,০০০ পিস এবং নিট তৈরি পোশাক- ১,৭০,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১৫৩.০৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী হিসেবে ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯ বর্ষের কর সনদ (কার্ড) লাভ করে। প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে শ্রমিকদের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি'র ব্যবস্থা, যশোরের ঝিকরগাছায় টাওরা আজিজুর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, যশোরের গদখালীতে আল ইকরা প্রাইমারি স্কুল প্রতিষ্ঠা, যশোরের মাটি কুমড়ায় বিনা খরচে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, গাজীপুরের কাশিমপুরস্থ শৈলডুবিতে রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ করে জনগণের চলাচলের সুব্যবস্থা করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জিএমএস কম্পোজিট নিটিং ইন্ডাঃ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড ১৯৯৭ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান রক্ষা ও আকর্ষণীয় ডিজাইনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিশ্বের বৃহৎ ক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। প্রতিষ্ঠানটি সকল প্রকারের টেক্সটাইল সুতা উৎপাদনে সক্ষম। এতে প্রায় ৪,০০০ জন সুদক্ষ জনবল রয়েছে এবং দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৩০ মে: টন সুতা। প্রতিষ্ঠানটি দেশের টেক্সটাইল শিল্পে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি পাঁচ বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটির আয় ১০৯.৯৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। করোনা অতিমারির সময়েও প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২২.৫৫ শতাংশ । দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানটি অনন্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সকল ধরণের সুতা খাতে স্কয়ার টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১১,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১২ কোটি মিটার টেক্সটাইল ফেব্রিক্স উৎপাদন করছে। উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় উৎস এবং আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে টেক্সটাইল ফেব্রিক্স পণ্য রপ্তানি করে ৮০.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনা অতিমারির সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১০.৯৯ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষার উন্নয়নে ২০০৩ সাল থেকে ভূমিকা রেখে আসছে। কারখানার আশেপাশে রাস্তা নির্মাণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, এতিম ভাতা প্রদান, বয়স্ক ভাতা প্রদান, গৃহহীনদের জন্য গৃহ নির্মাণ ও টিউবওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স খাতে রপ্তানি বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্য খাত

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা

জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি হোম-টেক্সটাইল পণ্য হিসেবে বেড শীট, বেড কভার, কার্টেন উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ১১,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১২ কোটি মিটার হোম-টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় উৎস এবং আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শুধু দেশেই নয় বিশ্বের হোম-টেক্সটাইল জগতে বৃহত্তম উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সমাদৃত।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১১ (এগারো) বার পণ্যখাত নির্বিশেষে সেরা রপ্তানিকারক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। এছাড়া প্রথমবারের মত গত ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হোম ও স্পেশালাইজড টেক্সটাইল পণ্য রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটির আয় হয়েছে ১৪৯.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা উন্নয়নে ২০০৩ সাল থেকে ভূমিকা রেখে চলেছে। কারখানার আশেপাশে রাস্তা নির্মাণ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, এতিম ভাতা, বয়স্ক ভাতা, গৃহহীনদের গৃহ প্রদান ও টিউবওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করে আর্ত-মানবতার সেবায় অবদান রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হোম ও স্পেশালাইজড্ টেক্সটাইল পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাবের এন্ড জোবায়ের ফেব্রিক্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেরিটাওয়েল

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা।

নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের টেরিটাওয়েল পণ্য উৎপাদণ করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮,৭০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদণ ক্ষমতা প্রায় ২ কোটি ৩০ লক্ষ কেজি টেরিটাওয়েল পণ্য। উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় উৎস এবং আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি নিয়মিতভাবে ৮ (আট) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি টেরিটাওয়েল পণ্য রপ্তানি করে ৭৭.০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে কারখানার আশেপাশে রাস্তা নির্মাণ এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, এতিম ভাতা, বয়স্ক ভাতা, গৃহহীনদের গৃহ প্রদান, টিউবওয়েল স্থাপন করে আসছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেরিটাওয়েল পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নোমান টেরিটাওয়েল মিলস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা।

বিডি সীফুড লিমিটেড ২০০২ সালে বৃহৎ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। ইহা দেশের চিংড়ি ও মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ব্যবসার শুরু থেকে অদ্যাবধি পণ্যের গুণগত মান অক্ষুন্ন রেখে চিংড়ি ও মৎস্য পণ্য প্রক্রিয়াজাত ও রপ্তানি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৫৬৫ জন এবং দৈনিক প্রায় ৮০ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম ।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার হিমায়িত খাদ্য খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ১৪.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। ২০১৪ সালে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিডি সীফুড লিঃ এর পরিচালক হিসেবে জনাব মোহাম্মদ বদরুল হায়দার চৌধুরী সিআইপি (শিল্প) নির্বাচিত হন। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ হিমায়িত খাদ্য খাতে বিডি সীফুড লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কাঁচা পাট

ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা।

রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স ২০০১ সালে যাত্রা শুরু করে। এটি একটি অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠান। দেশের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কাঁচা পাট ক্রয় করে যাচাই-বাছাইপূর্বক বেল আকারে বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে এতে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা ১২৫ জন। এছাড়াও চারটি প্রেমিসেসে প্রায় ৫৫০ জন শ্রমিক প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা ১,১০,০০০ বেল।

অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এর সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণায় ২০০১-২০০২ অর্থবছরে খুব অল্প পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বর্তমানে প্রায় ১৩০ থেকে ১৪০ কোটি টাকা মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে জাতীয় অর্থনীতিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। যার ফলস্বরুপ কাঁচা পাট পণ্য খাতে ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কাঁচাপাট রপ্তানি করে ০৮.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২.২০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অনন্য ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কাঁচা পাট রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ইন্টারন্যাশনাল জুট ট্রেডার্স, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

আকিজ জুট মিলস লিঃ, ঢাকা।

আকিজ জুট মিলস লিঃ ১৯৯৪ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যশোর-এ যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-জুট ইয়ার্ন, জুট ব্যাগ ও জুট ক্লথসহ অন্যান্য পাটজাত দ্রব্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ১২,৩৭১ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,২০,০০০ মেট্রিক টন ।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১৮ (আঠারো) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত দ্রব্য (হেসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ন ও টোয়াইন) রপ্তানি করে ১০৫.৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২০.৮১ শতাংশ। ইহা দেশের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত জাতীয় পাট দিবস ২০১৭ সাল হতে ২০২২ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে সেরা প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাট সুতা রপ্তানিকারক (স্বর্ণ) পদক অর্জন করে আসছে। সর্বোচ্চ পাট ও পাটজাত পণ্য (ব্রেক বাল্ক) হিসেবে মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০২২ সালে সর্বোচ্চ সম্মাননা ও পদক অর্জন করেছে। ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০, ২০২০-২১ এবং ২০২১-২২ করবর্ষে পাটজাত শিল্প খাতে সর্বোচ্চ আয়কর প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি মসজিদ-মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান, গরীব-অসহায়, পঙ্গু ব্যক্তিদের আর্থিকভাবে সহযোগিতা প্রদান এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করাসহ নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ জুট মিলস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা।

পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড ১৯৯৫ সালে ১০০% রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্র্যান্ড এর জন্য মানসম্মত চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুত করে থাকে, যা দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের চামড়াজাত ব্যাগ ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১,৯০০ জন এবং প্রতি মাসে উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার পিস ব্যাগ ও ৫০ হাজার পিস চামড়াজাত অন্যান্য পণ্য সামগ্রী। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কমপ্লায়েন্স প্রতিপালন এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে পণ্য উৎপাদন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক কমপ্লায়েন্স প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন মান সনদ অর্জন করেছে, যথাঃ BSCI, SEDEX, ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, HIGG-FEM & FSLM, SLF। "গুণগতমান ও সময়মত শিপমেন্ট" করাই হলো প্রতিষ্ঠানটির মূল অঙ্গীকার।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ২২ (বাইশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ১৬.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। কোভিড-১৯ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২.৭৩ শতাংশ। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে পিকার্ড স্কুল, বাংলা-জার্মান সম্প্রীতি ও প্রয়াস স্কুল এ আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে। শ্রমিক-কর্মচারীদের কল্যাণে সুপারশপ পরিচালনা, বাৎসরিক বনভোজন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শতভাগ হেলথ ইন্স্যুরেন্স প্রদানসহ নানাবিধ সামাজিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ পিকার্ড বাংলাদেশ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা

বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের পাদুকা উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৭,০০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ০১ কোটি ১০ লক্ষ জোড়া পাদুকা। উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় উৎস এবং আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ৮ (আট) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৭.৩২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পাদুকা রপ্তানি করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক এবং শিক্ষা উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা, শিক্ষার্থীদের বৃত্তি, এতিম ভাতা, বয়স্ক ভাতা, গৃহহীনদের গৃহ নির্মাণে সহযোগিতা করে থাকে। এছাড়াও জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। প্রতিষ্ঠানটি এইসএসবিসি এক্সপোর্ট একসেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১১ অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ফুটওয়্যার (সকল) খাতে বে-ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড, ঢাকা।

মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড ১৯৯০ সালে রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি চট্টগ্রাম, নরসিংদী, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, সাভার, পাবনা, বগুড়া, কিশোরগঞ্জ, বরিশাল, রাজশাহী, যশোরসহ অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষকের কাছ থেকে পটল, করলা, কাকরোল, বরবটি, বেগুন, জালি কুমড়া, লাউ, পেপে, লতি, ধুন্দুল, পানি কচু, কাঁচা কলা, শিম, কাঁচা মরিচসহ অন্যান্য কৃষি পণ্য সংগ্রহ করে মানসম্মত উপায়ে বর্হিবিশ্বে রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১০০ কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ২,৮০০ মেট্রিক টন তাজা শাকসব্জি ও ফলমূল রপ্তানি করতে সক্ষম।

প্রতিষ্ঠানটি ১৩ (তের) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত) রপ্তানি করে ৪.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষিজ পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক কৃষকদের জীবন-মান উন্নয়নসহ আর্থ-সামাজিক এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

তাজা শাক-সবজি ও ফলমূল রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মনসুর জেনারেল ট্রেডিং কোং লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা

প্রাণ ডেইরি লিঃ ২০০২ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, দুধ, ক্যান্ডি, টোস্ট বিস্কুট ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি ২,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে প্রায় ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত খাদ্য সামগ্রী রপ্তানি করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় উৎস হতে সংগ্রহপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করে বিধায় রপ্তানিকৃত পণ্যের মূল্য সংযোজন হার শতভাগ। প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে স্থানীয় শিল্প বিকাশে বিশেষ অবদান রাখছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৫ (পাঁচ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ প্রতিষ্ঠান এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত) রপ্তানি করে ৬৫.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান, এতিম খানা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। বিভিন্ন বিশেষ দিবসে যেমন- মে দিবস, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি উদযাপনে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহযোগিতাও প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, দেশের গ্রামীণ পর্যায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। মালয়েশিয়াতে শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউডিসি বিজনেস পুরষ্কার ২০১১, বাংলাদেশ বিজনেস এ্যাওয়ার্ড ২০১০, ইউএসএফডিএ নিবন্ধনসহ বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএমএস সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে সাফল্যের অনবদ্য স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ ডেইরি লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুল-ফলিয়েজ

মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা।

মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে অত্যন্ত সুনাম ও সাফল্যের সাথে বাংলাদেশ হতে মধ্যপ্রাচ্যসহ অন্যান্য দেশে ফুল-ফলিয়েজ রপ্তানি করে আসছে। এটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ফুল-ফলিয়েজ সংগ্রহ করে বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩২ জন। তাদের এ কর্মকাণ্ড গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও উপার্জন বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ১২ (বারো) বার ফুল-ফলিয়েজ খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার জনাব গোবিন্দ চন্দ্র সাহা ১১ বার সিআইপি (রপ্তানি) কার্ড প্রাপ্ত হয়েছেন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানি করে ২.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স রাজধানী এন্টারপ্রাইজ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর।

কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ১২.৩৫ একর জায়গায় হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে হাতে তৈরি শতরঞ্জি উৎপাদন করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৭,০০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে পাট ও তুলা ভিত্তিক প্রায় ৯৫ লক্ষ বর্গ মিটার শতরঞ্জি প্রস্তুত করে থাকে। উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে সংগ্রহ করে।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হস্তচালিত তাঁত সামগ্রী (শতরঞ্জি) রপ্তানি করে ১৭.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করে। কোভিড-১৯ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। মানসম্মত হস্তশিল্প পণ্য তৈরি করে আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির ব্যবসার প্রসার এবং রংপুর অঞ্চলের গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র মহিলাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিক-কর্মচারীদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তিতে সার্বিক সহায়তা, মহিলা কর্মীদের ফ্রি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকে এবং ই.টি.পি স্থাপনের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষার সামাজিক দায়িত্ব পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বখ্যাত কোম্পানী আইকিয়া থেকে "বেস্ট কাস্টমার রিটার্ন সিস্টেম" পারফর্মেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ কারুপণ্য রংপুর লিমিটেড, রংপুর-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাস্টিক পণ্য

বেঙ্গল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।

বেঙ্গল প্লাস্টিকস্ লিমিটেড রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে ১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-হাউজহোল্ড প্রডাক্ট, হ্যাঙ্গার, স্লিপ, পলি ব্যাগ, স্টাইপিং ব্যান্ড এবং অন্যান্য প্লাষ্টিক পণ্য। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,৪৮৮ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ৬৯,৮৪৫.৯৮ মেট্রিক টন প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদন করছে। প্রতিষ্ঠানটি বিদেশ হতে আমদানিকৃত উন্নতমানের কাঁচামাল ব্যবহার করে পণ্য উৎপাদন করে থাকে।

প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানিকারক হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে ১১ (এগার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্লাস্টিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৪০.৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০.১২% । প্রতিষ্ঠানটি মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, ভূমিহীনদের মাসিক ভাতা, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এটি দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। প্রতিষ্ঠানটি শিশুশ্রম নিরসনে ভূমিকা রাখা, মহিলা কর্মীদের ফ্রি স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্লাস্টিক পণ্য খাতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বেঙ্গল প্লাস্টিকস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা।

শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ ১৯৯৭ সালে বৃহৎ রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এটি পুঁজি বাজারে তালিকাভুক্ত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি। উৎপাদিত পণ্যের ক্যাটগরি হচ্ছে পোরসিলিন-প্লেইন, আইভরি, হাই এ্যালুমিনা, সাতিন এবং রিয়েল বোন চায়না। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য এবং নকশা পুরোপুরি সীসা ও ক্যাডমিয়াম মুক্ত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২,৯৭০ জন কর্মী নিয়ে প্রতিদিন গড়ে মোট ২০ মেঃ টন সিরামিকস্ তৈজসপত্র প্রস্তুত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৮.৬২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৩ সালে Asian's Most Promising Brand (Brand and Leadership Summit, Dubai পুরস্কারে ভূষিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি বুয়েটের সাথে স্বাক্ষরিত এমওইউ (MOU) অনুযায়ী গবেষণাকর্মীদের সহায়তা প্রদান এবং কোম্পানির মান নিয়ন্ত্রণ গবেষণাগার ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি পক্ষঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুর্নবাসন কেন্দ্র (CRP) এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান SEID-TRUST কে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ শাইনপুকুর সিরামিকস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

এম এন্ড ইউ সাইকেলস্ লিঃ, গাজীপুর।

এম এন্ড ইউ সাইকেলস্ লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখী মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ক্যাটাগরির বাইসাইকেল পণ্য উৎপাদন করছে। উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামাল স্থানীয় ও আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩৭৩ জন কর্মী নিয়ে বছরে ৪,৫০,০০০ পিস বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাইসাইকেল রপ্তানি করে ১৪.৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৪.৫৩ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, শ্রমিকদের ঈদ শুভেচ্ছা উপহার, বীমা, বিনা মূল্যে চিকিৎসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, কোভিড-১৯ চলাকালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত রাখাসহ কর্মীদের ছাঁটাই না করে স্বাভাবিক সময়ে বেতন/মজুরি প্রদান করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে যথেষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এম এন্ড ইউ সাইকেলস্ লিঃ, গাজীপুর-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা।

এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড ১৯৯৩ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি উৎপাদন করে, যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ এমভিএ। প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদিত পণ্যের কাঁচামাল স্থানীয় ও আমদানির মাধ্যমে সংগ্রহ করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে প্রথম বৃহৎ পরিসরে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি উৎপাদনপূর্বক রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। বর্তমানে এটির কর্মী সংখ্যা ৩,৪২১ জন।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম রপ্তানি করে ৪১.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মেমোরিয়াল কেপিজে বিশেষায়িত হাসপাতাল এ জরুরি সেবাদানের জন্য ২টি এ্যাম্বুলেন্স প্রদান এবং সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাদান কর্মসূচী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে। এটি দেশের আর্থ-সামাজিক এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেকট্রনিক্স পণ্য রপ্তানিতে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্টগ্রাম।

মেরিন সেফটি সিস্টেম ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ব্রাশ স্ক্র্যাপ, কুপ্র-কপার, রেড ব্রাশ, এ্যালুমিনিয়াম কপার নিকেল, স্টেইনলেস স্টিল, কপার স্ক্র্যাপ, ব্রোঞ্জ স্ক্র্যাপ মেটাল উৎপাদন করছে। এটি মূলতঃ পুরাতন জাহাজ আমদানি করে এ সকল মেটাল প্রক্রিয়াজাতপূর্বক রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৩৪০ জন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রায় ৬০০০ মেট্রিক টন পুনঃব্যবহার যোগ্য নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ মেটাল উৎপাদনের সক্ষমতা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৯ (নয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে নন-ফেরাস স্ক্র্যাপ মেটাল রপ্তানি করে ১৬.২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য ক্যাটাগরিতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মেরিন সেফটি সিস্টেম, চট্রগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, ঢাকা।

বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ও ১৯৮৩ সাল থেকে নিজস্ব ব্রান্ডে ঔষধ উৎপাদন শুরু করে। ইহা ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশী প্রথম ঔষধ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। একমাত্র বাংলাদেশী কোম্পানি হিসেবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জ (AIM) এ ২০০৬ সালে নিবন্ধিত হয়। বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিশ্বের ৮০টিরও অধিক দেশে বিভিন্ন ধরণের ঔষধ রপ্তানি করছে। কোভিড-১৯ অতিমারির সময়ে প্রতিষ্ঠানটি কোভিড প্রতিরোধক রেমিডিসিভির, ফেভিপিরাভির, মনলুপিরাভির ঔষধ বাজারজাত করে দেশের করোনা মহামারি প্রতিরোধে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬ সালে আমেরিকাতে ঔষধ রপ্তানি শুরু করে, যা বাংলাদেশে ঔষধ শিল্পের অন্যতম মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ জন এবং উৎপাদিত ঔষধের সংখ্যা সাত শতাধিক। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বাংলাদেশী কোম্পানি হিসেবে ২০১৫ সালে USFDA এর স্বীকৃতি লাভ করেছে। এটি অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ইইউ, গালফ কাউন্সিল, তাইওয়ান, ব্রাজিল ও কলম্বিয়া প্রভৃতি দেশের প্রধান স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা স্বীকৃত।

প্রতিষ্ঠানটি ধারাবাহিকভাবে গত ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ঔষধ সামগ্রী রপ্তানি করে ৩২.৫৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৮.৩২ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাতে বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার

সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা।

সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড বাংলাদেশের আইটি খাতের একটি সেরা "বিজনেস প্রসেস আউটসোর্সিং (বিপিও)" প্রতিষ্ঠান। বিগত ২০০৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের সুদক্ষ জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কম্পিউটার সফটওয়্যার সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বসেরা বিজ্ঞাপনী সংস্থা, মিডিয়া এবং প্রযুক্তি বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিসেবা প্রদান করে যেমন- এ্যাড অপারেশন, ব্যাক অফিস প্রসেসিং, সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট, ক্রিয়েটিভ সার্ভিস, ডেটা সল্যুশন, মিডিয়া প্লানিং এবং কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স। এছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অটোমেশন এবং আইটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গঠনেও সহযোগিতা করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১,৫১৯ জন কর্মী রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং বিপিও উৎপাদন ও সেবা দিয়ে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ৮ (আট) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কম্পিউটার সফটওয়্যার ও বিপিও রপ্তানি করে ১০.৪৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৬০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি আইএওপি, সিএমএম আই লেভেল-৩, আইএসও ৯০০১ এবং আইএসও ২৭০০১ সনদপ্রাপ্ত। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটি জাতীয় পর্যায়ে প্রেসিডেন্ট এ্যাওয়ার্ড অব বাংলাদেশ এবং বেসিস বেস্ট আউটসোর্সিং এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত হয়েছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ সার্ভিস ইঞ্জিন লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন)

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম।

প্যাসিফিক জিন্স লিঃ ১৯৯৩ সালে তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। প্রধান প্রধান উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-প্যান্ট, কারগো প্যান্ট, চিনো, জ্যাকেট, ওভারঅল, শর্ট অল ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১০,০০০ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ১৩ (তের) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৬৮.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সেকেন্ড এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড এবং এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড (২০১০, ২০১২ ও ২০১৩) এ ভূষিত হয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি করবর্ষ ২০১৫-২০১৬ (তৃতীয়), ২০১৬-২০১৭ (পঞ্চম), ২০১৮-২০১৯ (ষষ্ঠ) এবং ২০২১-২০২২ (ষষ্ঠ) ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের বিনা খরচে চিকিৎসার ব্যবস্থা, বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম প্রদান, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (ওভেন ও নিট) পণ্য রপ্তানিতে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্যাসিফিক জিন্স লিঃ, চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী।

ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ ২০১২ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে উত্তরা ইপিজেড, নীলফামারী-তে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- পেপার লেভেল, প্লাষ্টিক হ্যাঙ্গার, নেক বোর্ড, ক্লিপ পিন, হ্যাং টেগ, পেপার ব্যান্ড, প্লাষ্টিক টেগ পিন, গাম টেপ ইত্যাদি। দেশের বিভিন্ন তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নিকট এ সকল পণ্য সরবরাহ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠান তৈরি পোশাক শিল্পের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ খাতকে শক্তিশালী করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১,০০০ জন কর্মী নিয়ে দৈনিক ১০০ মেট্রিক টন গার্মেন্টস এক্সেসরিস উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে গার্মেন্টস এক্সেসরিস পণ্য রপ্তানি করে ২৭.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬২.৭০ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন ("সি" ক্যাটাগরি) অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ফারদিন এক্সেসরিস লিঃ, নীলফামারী-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মনট্রিমস্ লিঃ, গাজীপুর।

মনট্রিমস্ লিঃ ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য যথা- লেবেল, অফসেট প্রিন্ট, হ্যাঙ্গার, পলি, গাম টেপ, স্ক্রিন প্রিন্ট, কার্টন সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ২৮১০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা-ওভেন লেবেল ৯৩৬ মিলিয়ন পিস, ন্যারো ফেব্রিক্স ২৯৩.০০ মিলিয়ন গজ, ইয়ার্ন ডাইং ২,১৮৪ টন, অফসেট প্রিন্ট ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, হ্যাঙ্গার ৮৭.৯০ মিলিয়ন পিস, পলি কাটিং এন্ড প্রিন্টিং, গাম টেপ, পলি ব্লোয়িং ৬২৪ মিলিয়ন পিস, থারম্যাল ৩১২ মিলিয়ন পিস, হিট ট্রান্সফার সাবলিমেশন প্রিন্ট ৪৬৮ মিলিয়ন পিস, প্রিন্টেড লেবেল ১২৪৮ মিলিয়ন পিস, পি.ভিসি. এন্ড স্ক্রিন প্রিন্ট ২৩৪.৪০ মিলিয়ন পিস, সিলিকন/রাবার প্যাচ ১৫.৬ মিলিয়ন পিস, সুইং থ্রেড ৩১.২০ মিলিয়ন কোন ও কার্টন ৩১২ লক্ষ স্কয়ার মিটার, আইএফআইডি ৩০ মিলিয়ন।

প্রতিষ্ঠানটি ৯ (নয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। মনট্রিমস্ লিঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ইলাষ্টিক, রাবার ব্যাজ, প্রিন্টিং আইটেম, ফটো প্রিন্ট, ষ্টোন এন্ড মোটিভ লেদার ব্যাজ ইত্যাদি রপ্তানি করে ৫৩.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ২৩.০০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কল্যাণ তহবিল, শিক্ষা বৃত্তি, শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা, স্কুল ও মাদ্রাসা এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। এছাড়াও, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানিতে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মনট্রিমস্ লিঃ, গাজীপুর-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা।

অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন ২০০০ সালে অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি অপ্রচলিত পণ্য-কাঁকড়া ও কুঁচে মাছ রপ্তানি করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি উপকূলীয় অঞ্চল থেকে কাঁকড়া এবং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কুঁচে মাছ সংগ্রহপূর্বক চীন, হংকং, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড এ রপ্তানি করে। প্রতিষ্ঠানটি এ সকল অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আয় বর্ধনে অবদান রাখছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অপ্রচলিত পণ্য হিসেবে কাঁকড়া ও কুঁচে রপ্তানি করে ২.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যে অর্কিড ট্রেডিং করপোরেশন, ঢাকা এর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য সেবা খাত

মেসার্স এক্সপো ফ্রেইট লিমিটেড, ঢাকা।

মেসার্স এক্সপো ফ্রেইট লিমিটেড ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি দ্রুততম সময়ে বিদেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিমান ও সমুদ্রে মালামাল পরিবহন, আমদানি পরিষেবা, গুদামজাতকরণ, বাল্ক কার্গো এবং সরবরাহ চেইন ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সেবা প্রদান করে আসছে। ফ্রেইড ফরোয়ার্ডিং খাতে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে এর জনবল সংখ্যা মোট ২০০ জন। প্রতিষ্ঠানটি দেশের কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ফ্রেইট ফরোওয়ার্ডার হিসেবে গ্রাহক পর্যায়ে পণ্য পৌঁছানোর বিনিময়ে ৩২.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ঢাকায় ৭৫ হাজার বর্গফুট বন্ডেড ওয়্যারহাউজ এবং চট্টগ্রামে আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন ১ লক্ষ ৫০ হাজার বর্গফুট কন্টেইনার মালবাহী স্টেশন রয়েছে। দেশের সেবাখাতের সম্প্রসারণে এটি একটি অনন্য উদাহরণ। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স এক্সপো ফ্রেইট লিমিটেড, ঢাকা-কে অন্যান্য সেবা খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

পাইওনিয়ার নীটওয়ার্স (বিডি) লিঃ, ময়মনসিংহ।

পাইওনিয়ার নীটওয়ার্স (বিডি) লিঃ ২০১০ সালে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে যাত্রা শুরু করে। এটি বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ ১০০% রপ্তানিমুখী স্যুয়েটার উৎপাদনকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান। উন্নত ও আধুনিক প্রযুক্তির জাপানি অটো মেশিনের মাধ্যমে দক্ষ কারিগর দ্বারা বিদেশী বায়ারের চাহিদা অনুযায়ী গুণগত মানসম্পন্ন স্যুয়েটার উৎপাদন করে শীত প্রধান ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে বলিষ্ঠ অবদান রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৫,০০০ জন দক্ষ জনবল নিয়ে বাৎসরিক ২.৭৫ কোটি পিস স্যুয়েটার উৎপাদন করছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৯৪.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, এতিমখানায় অনুদান এবং শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'গৃহ নির্মাণ তহবিলে' এক কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

পাইওনিয়ার নীটওয়ার্স (বিডি) লিঃ, ময়মনসিংহ-কে নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (স্বর্ণ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

রৌপ্য ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিঃ, ঢাকা।

স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিঃ ২০১২ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামালের মাধ্যমে ওভেন গার্মেন্টস এর আউটারওয়্যার, স্পোর্টসওয়্যার, ওয়ার্কওয়্যার, সেইফটিওয়্যার ইত্যাদি পণ্য উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ৭,৫৩১ জন শ্রমিক কর্মরত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি গ্রীণ কারখানার নিয়ম অনুসরণ করে ইউ.এস. গ্রীণ বিল্ডিং কাউন্সিল হতে লীড প্লার্টিনাম সনদ প্রাপ্ত হয়েছে, যা রপ্তানি বাণিজ্যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১১২.৩৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক (ওভেন) রপ্তানি করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৩২ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ রক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী, ডাস্টবিন বিতরণ, মসজিদ ও মাদ্রাসায় আর্থিক অনুদান, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সোলার বিদ্যুৎ এ আর্থিক সহায়তা এবং জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেন খনন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ট্যাক্স কার্ড সম্মাননা-২০২২, পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরষ্কার-২০১৭, গ্রীণ ফ্যাক্টরী এ্যাওয়ার্ড-২০২০, এসডিজি এ্যাওয়ার্ড, বেস্ট প্রাকটিস এ্যাওয়ার্ড-২০১৮ অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ স্নোটেক্স আউটারওয়্যার লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার) প্রস্তুতকারী স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড ২০০২ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে। এ প্রতিষ্ঠান টি-শার্ট, পলো শার্ট, ট্যাংক টপ, হুডেড জ্যাকেট, ট্রাউজার, কার্ডিগান, স্পোর্টসওয়্যার, আন্ডার গার্মেন্টস, কিডসওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ১৬,৬০০ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত। এটির দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১,৩৫,০০০ পিস।

প্রতিষ্ঠানটি নিটওয়্যার খাতে রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ৯ (নয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানি করে ১২৯.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও, সর্বোপরি জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক-প্রতিষ্ঠান।

নিটওয়্যার পণ্য রপ্তানিতে কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফ্যাশনস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশের টেক্সটাইল শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ জনাব মোঃ বাদশা মিয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ ২০০০ সালে প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে দেশের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানিমুখী সুতা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে উন্নত মানের কাঁচা তুলা আমদানি করে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিট ও ওভেন ফেব্রিক্স এর গুণগত মানসম্পন্ন সুতা উৎপাদন করে দেশের সুতার চাহিদা পূরণ করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ৬,০০০ জন, যার ৭০% নারী এবং বার্ষিক সুতা উৎপাদন ক্ষমতা ৭০,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ৭ (সাত) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৩৪.৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সকল ধরণের সুতা প্রচ্ছন্ন হিসেবে রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি মসজিদ, মাদ্রাসা, স্কুল, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা এবং শ্রমিকদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করে থাকে। এছাড়াও, জাতীয় যে কোন সমস্যায় সরকারের আহবানে সাড়া দিয়ে আর্ত-মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকে। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ ও বৃহৎ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সকল ধরণের সুতা খাতে বাদশা টেক্সটাইলস্ লিঃ, ময়মনসিংহ-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিঃ, ঢাকা।

এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড একটি শতভাগ ডেনিম ফেব্রিক্স উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান, যা ২০০৮ সালে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে। এটি একটি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, যা ২০১২ সালে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,০০০ জন। বার্ষিক ১৬ মিলিয়ন গজ উৎপাদন ক্ষমতা নিয়ে বাণিজ্যিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং বর্তমানে তা ৫০ মিলিয়ন গজে উন্নীত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এনভয় টেক্সটাইল লিঃ, টেক্সটাইল ফেব্রিক্স পণ্য রপ্তানি করে ৯২.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ প্রতিষ্ঠান ২০১৬ সালে বিশ্বের প্রথম লিড সার্টিফাইড প্লাটিনাম ডেনিম মিল হিসেবে অনন্য সম্মানে ভূষিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ২০১৬, ২০১৭ এবং ২০২০ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার লাভ করে। সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানটি অনুদান প্রদান করে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ এ সম্পূর্ণ নিজ খরচে শিশুদের জন্য একটি বার্ন ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার প্রতিষ্ঠানটি বহন করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এনভয় টেক্সটাইলস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

ক্রিমসন রোসেলা সীফুড লিমিটেড, সাতক্ষীরা।

ক্রিমসন রোসেলা সীফুড লিঃ খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরে সুন্দরবনের সন্নিকটে নিবিড় ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ২০০৬ সালে স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি একটি শতভাগ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। স্থানীয় উৎস হতে চিংড়ি সংগ্রহপূর্বক মানসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ১৬২ জন কর্মী নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৬০০ মেট্রিক টন।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ১১.৯৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.৩০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরষ্কার-২০১৮ ও ২০১৯ অর্জন করেছে। এটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, ধর্মীয় ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অনুদান প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ক্রিমসন রোসেলা সীফুড লিঃ, সাতক্ষীরা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কাঁচা পাট

মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা, খুলনা।

মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা ১৯৭৭ সালে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে কৃষকদের কাছ থেকে কাঁচা পাট সংগ্রহপূর্বক বিদেশী ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে বিভিন্ন গ্রেডের পাকা বেলে রুপান্তরের মাধ্যমে রপ্তানি করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষকদের পাট চাষে উৎসাহিত এবং সার্বিক কল্যাণে নিয়োজিত থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬৬০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি কাঁচা পাট রপ্তানি করে ০৫.৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৮৭%। প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, ধর্মীয় ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অনুদান প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স উত্তরা পাট সংস্থা, খুলনা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য খাত

জনতা জুট মিলস লিঃ, ঢাকা।

জনতা জুট মিলস লিমিটেড ১৯৬৬ সালে বৃহৎ রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় বাজার হতে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক প্রক্রিয়াজাত করে উন্নতমানের হেসিয়ান, সেকিং, জিও-টেক্সটাইল, সুতা, লিনো হেসিয়ান ও ফিল্টিং উৎপাদন করে বিদেশী ক্রেতার চাহিদা অনুযায়ী রপ্তানি করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১০,৭১০ জন। প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২০ (বিশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে ৩৬.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতি বছর নিজস্ব খরচে ৪ জন লোককে হজ্বে পাঠায় এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন ব্যবস্থাসহ তাদের সন্তানদের জন্য নিজস্ব স্কুলের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতের জন্য একটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জনতা জুট মিলস লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

চামড়াজাত পণ্য

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা।

এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখী মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত সুনামের সাথে চামড়ার তৈরি বিভিন্ন ধরণের ব্যাগ রপ্তানি করে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা ৯২০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪০ হাজার পিস চামড়ার ব্যাগ।

প্রতিষ্ঠানটি ৫ (পাঁচ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চামড়াজাত পণ্য রপ্তানি করে ৮.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর উদ্যোগে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তিনি উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের টিফিন, পোশাক, খেলাধূলার মাঠ ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির ব্যবস্থা করে থাকেন। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এবিসি ফুটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড ২০০৬ সালে রপ্তানিমুখী পাদুকা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশীয় উৎস হতে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক উন্নতমানের চামড়া থেকে জুতা উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২,৩০৯ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ লক্ষ জোড়া জুতা।

প্রতিষ্ঠানটি ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২২.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফুটওয়্যার রপ্তানি করেছে। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের আর্থিক সক্ষমতা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানটি জনকল্যাণমূলক নানাবিধ কর্মকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এফ বি ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

আল-আজমী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা।

আল-আজমী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ২০০৯ সালে কৃষিজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে উন্নতমানের কৃষিজ পণ্য রপ্তানি করে আসছে। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানিযোগ্য কৃষি পণ্যের গুণগত মান বজায় রেখে বিদেশে রপ্তানির ধারা অব্যাহত রাখছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কৃষিজ পণ্য সংগ্রহ করে বিভিন্ন গ্রেডভিত্তিক মান অনুযায়ী বিদেশী ক্রেতার চাহিদা মোতাবেক রপ্তানি করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি কৃষি পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি কর্মী সংখ্যা ৪১ জন।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। করোনাকালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৫৬৪.১০ শতাংশ।। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আল-আজমী ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা।

প্রাণ এগ্রো লিমিটেড ১৯৯৯ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় উৎস হতে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন ধরণের কৃষিজ পণ্য প্রক্রিয়াজাত (জ্যাম, জেলী, আচার, জুস, ক্যান্ডি, রন্ধন সাম্রগী) করার মাধ্যমে পণ্যের মূল্য সংযোজন বৃদ্ধিসহ অধিক পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন এবং এটি বার্ষিক ০৪ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য উৎপাদন করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ১২ (বারো) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে আসছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৫৭.০৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। মালয়েশিয়াতে শ্রেষ্ঠ খাদ্য ও পানীয় প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইউডিসি বিজনেস পুরষ্কার ২০১১ অর্জন করেছে। বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠান হিসেবে আইএমএস সার্টিফিকেট অর্জন এবং ইউএসএফডিএ-এর নিবন্ধন লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান, এতিম খানা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও বিশেষ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবস যেমন- মে দিবস, পরিবেশ দিবস ইত্যাদি উদযাপনেও প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ কর্মসূচি পালন করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রাণ এগ্রো লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

বিডি ক্রিয়েশন, গাজীপুর।

বিডি ক্রিয়েশন ২০১২ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি হোগলাপাতা, ছন, তাল পাতা, খেজুর পাতা, বাঁশ, বেত ও পাট দ্বারা ঝুঁড়ি ও আসবাবপত্র তৈরি করে থাকে। তাদের উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের প্রায় ৭৯টি দেশে রপ্তানি হয়। এটি একটি মাঝারি পর্যায়ের হস্তশিল্প প্রস্তুতকারক এবং শতভাগ রপ্তানিমুখী প্রতিষ্ঠান। এটি বর্তমানে ২১,২৩৯ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০.৪৯ শতাংশ। দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে সামাজিক দারিদ্র্যতা দূরীকরণে প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, যা বাংলাদেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বিডি ক্রিয়েশন-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাস্টিক পণ্য

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা।

ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ ২০০৯ সালে বৃহৎ প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় এবং আমদানির মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন ধরণের হাউজ হোল্ড প্লাষ্টিক সামগ্রী উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩,৫০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ১,২০,০০০ মেট্রিক টন প্লাষ্টিক পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৫.৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাষ্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদানসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে। সাধারণ জনগণের সুশিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল ও আমজাদ খান মেডিক্যাল প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ধূমপান ও মাদকমুক্ত সমাজ গড়তে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি ন্যাশনাল প্রোডাকটিভিটি এন্ড কোয়ালিটি এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০১৯ এবং শ্রম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গ্রীণ ফ্যাক্টরী এ্যাওয়ার্ড-২০২০ অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ডিউরেবল প্লাস্টিক লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সিরামিক সামগ্রী

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা।

আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় এবং আমদানির মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন ধরণের সিরামিকস তৈজসপত্র উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮০০ জন কর্মী নিয়ে প্রতি বছর গড়ে ৮.৫ মিলিয়ন পিস তৈজসপত্র প্রস্তুত করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি রপ্তানির স্বীকৃতি স্বরূপ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান IKEA হতে সম্মাননাসূচক স্মারক পেয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিরামিক সামগ্রী রপ্তানি করে ৩.০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। সামাজিক দায়িত্ববোধ থেকে উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। কারখানার আশেপাশের পরিবেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্যে রেখে সর্বদা আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে চলছে। কারখানার শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিশু শ্রমকে নিরুৎসাহিতকরণে ভূমিকা পালন করছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

সিরামিক সামগ্রী রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ আর্টিসান সিরামিকস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

মেসার্স মেঘনা বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা।

হাল্কা প্রকৌশল পণ্য খাতের আওতাভুক্ত বাইসাইকেল পণ্য উৎপাদনে দেশের অন্যতম বৃহৎ প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক মেসার্স মেঘনা বাংলাদেশ লিঃ ১৯৯৭ সালে শতভাগ রপ্তানিমুখী শিল্প হিসেবে দেশে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে ২৮২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এটির বার্ষিক ১ লক্ষ ইউনিট বাইসাইকেলের উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৮৫৫৪ ইউনিট বাইসাইকেল রপ্তানি করে ১০.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জন করে। করোনাকালে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১০০ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স মেঘনা বাংলাদেশ লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য

বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া।

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে বিদ্যুতায়নের কাজে অংশগ্রহণের পাশাপাশি স্থানীয়ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য রাজধানী থেকে বহুদূরে বিসিক শিল্প নগরী, কুষ্টিয়া-তে ১৯৭৮ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরবি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের কেবল উৎপাদন করে থাকে। ইহা এখন Ceritified হওয়ায় জাহাজ নির্মাণ শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কেবল উৎপাদনে সক্ষম। এটির উৎপাদিত ওয়্যারস এন্ড কেবলস ব্রিটিশ, জার্মান, আমেরিকান ও আইইসি স্ট্যান্ডার্ড সম্পন্ন এবং বিএসটিআই ও আইএসও ৯০০১:২০১৫ সনদ প্রাপ্ত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ৪,২৫৭ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ওয়্যারস এন্ড কেবলস ৩১,২২৩ মেট্রিক টন, এএসি ও এসিএসআর কন্ডাক্টর ১৩,৮০০ মেট্রিক টন, সুপার এনামেল্ড কপার ওয়্যার ১,৮১৮ মেট্রিক টন, এমসিবি ২৪ লক্ষ পিস এবং বৈদ্যুতিক পাখা ২১ লক্ষ পিস। বেসরকারি পর্যায়ে দেশে সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠানটি ফাইবার অপটিক কেবল এবং ২২০ কেভিএ এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কেবল উৎপাদনপূর্বক বাজারজাত করছে। এছাড়া এক্সট্রা হাই ভোল্টেজ কেবল উৎপাদন ৫০০ কেভিএ পর্যন্ত উন্নীত করার লক্ষ্যে মেশিনারি স্থাপন করা হয়েছে।

প্রতিষ্ঠানটি ১০ (দশ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এটি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানি করে ৩৫.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪১.৯১ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরষ্কার-২০১৪ ও ২০১৯ অর্জন করেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক্স পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ বি আর বি কেবল ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ, কুষ্টিয়া-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা।

তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ ২০০৯ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় ও আমদানির মাধ্যমে কাঁচামাল সংগ্রহপূর্বক পণ্য উৎপাদন করে থাকে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে হাইড্রোজেন পার অক্সাইড, কস্টিক সোডা, হাইড্রোক্লোরিক এসিড ও ক্লোরিন গ্যাস। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৬১৩ জন কর্মী নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল পণ্য উৎপাদন করছে, যার বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ৮৫,৮০০ মেট্রিন টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। এটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন ধরণের কেমিক্যাল পণ্য রপ্তানি করে ১১.১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড-২০২০, ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটি ক্রাউন এ্যাওয়ার্ড-২০০৭, দি ওয়ার্ল্ড গ্রেটেস্ট লিডারস ২০১৭-২০১৮ এবং ৩য় হাইড্রো-পাওয়ার এন্ড ক্লিন এ্যানার্জি এক্সসিলেন্স এ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে অনুদান এবং বন্যা দুর্গত মানুষকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ তাসনিম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাত

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা।

স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড ১৯৫৮ সালে ঔষধ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি ১৪টি ইউনিট থেকে বিভিন্ন ধরণের ফার্মাসিউটিক্যালস পণ্য উৎপাদন করে। এটি ফার্মাসিউটিক্যালস খাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদন প্রাপ্ত প্রথম কোম্পানি হিসেবে কেনিয়াতে কারখানা স্থাপন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৫ সাল থেকে এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) উৎপাদনের মাধ্যমে ঔষধ শিল্পে অধিক মূল্য সংযোজন করে আসছে। বাংলাদেশ ড্রাগ এডমিনিস্ট্রেশন এর Good Manufacturing Practice (GMP) অনুমোদন ছাড়াও এটির বিভিন্ন ইউনিট US FDA, WHO, UK MHRA, TGA Australia, SAHPRA South Africa, ANVISA Brazil ও অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক অনুমোদিত। বর্তমানে এর কর্মী সংখ্যা ১০,৫১০ জন।

প্রতিষ্ঠানটি ৯ (নয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। এটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঔষধ রপ্তানি করে ১৮.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ৮.৫৯ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরষ্কার-২০১৯, জাতীয় পরিবেশ পুরষ্কার-২০১৭ এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরষ্কার-২০১৮ অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি অটিজম সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, নারীদের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতনতা বৃদ্ধি, নিয়মিতভাবে দুর্যোগগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ঔষধ রপ্তানিতে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ স্কয়ার ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার

গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিঃ, ঢাকা।

গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিঃ বিগত ১৯৯৯ সালে কম্পিউটার সফট্ওয়্যার সেবা ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে, যা ২০০০ সালে উত্তর আমেরিকায় আইটি পরিসেবা রপ্তানি এবং পরবর্তিতে বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইউকে, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন এবং অন্যান্য দেশে এ পরিসেবা সম্প্রসারিত করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট পরিসেবাসহ বিজনেজ প্রসেস আউটসোর্সিং এর কাজ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় (জার্মান, স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, ফরাসী, সুইডিশ, ল্যাটিন, ইতালিয়ান, রাশিয়ান ইত্যাদি) রপ্তানি করে আসছে। বর্তমানে ঢাকা ও সিলেটে অবস্থিত তিনটি কার্যালয়ে প্রায় ২৫০০ জনের অধিক দক্ষ বিপিও কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং বিপিও প্রস্তুত ও সেবা দিয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি এখন পর্যন্ত ৩ শতাধিক বেশি গোবাল প্রজেক্ট সফলতার সাথে সম্পাদন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তথ্য নিরাপত্তা এবং গুণগতমান নিশ্চিতকরণে আইএসও ২৭০০১:২০১৩, ৯০০১:২০১৫ এবং সিএমএমআই লেভেল-৩ সনদ লাভ করেছে। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিনিয়ত সর্বাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে চলছে, যা শুধু বেকার যুব সমাজকেই নয়, ঘরে থাকা গৃহিনীদেরও কাজ করার সুযোগ করে দিচ্ছে। আগামী ২০২৬ সালের মধ্যে নতুন ৫,০০০ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি উইলার্ন নামক ই-লানিং প্লাটফর্ম তৈরি করছে, যার মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থান হতে বিপিও কোর্স সম্পন্ন করতে পারবে।

গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিঃ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কম্পিউটার সফটওয়্যার রপ্তানি করে ৩.১২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১২৪.৪৬ শতাংশ। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

কম্পিউটার সফট্ওয়্যার রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথমবারের মত গোল্ডেন হার্ভেস্ট ইনফোটেক লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট)

এন এইচ টি ফ্যাশনস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

এন এইচ টি ফ্যাশনস লিঃ ২০১৪ সালে তৈরি পোশাক উৎপাদনকারী ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রাম ইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে-প্যান্ট, কারগো প্যান্ট, চিনো, জ্যাকেট, ওভারঅল, শর্ট অল ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৫,০০০ জন এবং এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬.০০ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ৩১.১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানির প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৫.১১ শতাংশ। এটি সেকেন্ড এইচএসবিসি বিজনেস এক্সিলেন্স এ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। সামাজিক নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি দরিদ্র জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ খাতে দায়িত্ব পালন করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি চিকিৎসা, নারীদের শিক্ষা বৃত্তি, স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা-তে অনুদান দিয়ে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক শিল্প (ওভেন ও নিট) পণ্য রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এন এইচ টি ফ্যাশন লিঃ চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন 'সি' ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাত

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখী মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিইপিজেড-এ যাত্রা শুরু করে। বাংলাদেশে প্রথম ইন্টারলাইনিংস উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর থেকে দক্ষ জনবল গঠন করে দেশের রপ্তানিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে আসছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩০০ জন এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮ লক্ষ গজ।

প্রতিষ্ঠানটি ৫ (পাঁচ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এটি তৈরি পোশাক রপ্তানি করে ১১.২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি ISO 14001:2004 Ges ISO 9001:2008 সনদপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটি পরিবেশ ও সমাজ সচেতনতার অংশ হিসেবে পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন করেছে। সামাজিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি কর্মচারীদের হজ্বে পাঠানো, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চিকিৎসা সহায়তা, মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং মাদ্রাসায় মাসিক অনুদান প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে রপ্তানি সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ আর. এম. ইন্টারলাইনিংস লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।

এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ ২০০৮ সালে রপ্তানিমুখী মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- করোগেটেড বোর্ড, কার্টন ও পলিব্যাগ ইত্যাদি। বর্তমানে ৯৭৫ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক ৬.৫০ কোটি পিস প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্যাকেজিং সামগ্রী উৎপাদন ও সরবরাহ করে ৪৬.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। করোনাকালেও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১.৫৩ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি বিনামূল্যে এ্যাম্বুলেন্স সেবা, শীতবস্ত্র বিতরণ, শ্রমিকদের ঈদ শুভেচ্ছা উপহার, বীমা, বিনা মূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক অনুদান প্রদান করে থাকে। করোনাকালে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত রাখাসহ কর্মীদের ছাঁটাই না করে স্বাভাবিক বেতন-মজুরি প্রদান করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এম এন্ড ইউ প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য প্রাথমিক পণ্য

নিহাও ফুড কোং লিঃ, চট্টগ্রাম।

নিহাও ফুড কোং লিঃ ২০০৯ সালে অপ্রচলিত সামুদ্রিক পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- মায়া, টাং সোল, স্কুইট, বিগ আই স্নাপার, স্টিং রে, ইল কুইন, রিবন ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ২০০ জন কর্মী নিয়ে রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এটির বার্ষিক উৎপাদন সক্ষমতা প্রায় ৭,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অপ্রচলিত সামুদ্রিক পণ্য যেমন-মায়া, টাং সোল, স্কুইট ইত্যাদি রপ্তানি করে ১.৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সামুদ্রিক অপ্রচলিত পণ্য সংগ্রহ ও রপ্তানির মাধ্যমে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। তাদের রপ্তানিকৃত পণ্য যা শতভাগ দেশীয় পণ্য হিসেবে বিবেচিত। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে নিহাও ফুড কোং লিঃ, চট্টগ্রাম-কে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য সেবা খাত

মীর টেলিকম লিমিটেড, ঢাকা।

মীর টেলিকম লিঃ ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি স্বল্প মূল্যে গ্রাহকের কাছে আন্তর্জাতিক কল (Call) পৌঁছানোর মাধ্যমে যোগাযোগ সেবা প্রদান করে আসছে। টেলিযোগাযোগ খাতে প্রতিষ্ঠানটি অত্যন্ত স্বচ্ছ ও সাবলীল সেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক পর্যায়ে যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং ব্যবসা বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বর্তমানে এটির মোট জনবল ১৪০ জন এবং সক্ষমতা ৫০,০০০ কনকারেন্ট কল। ইহা দেশের কর্মসংস্থানসহ অর্থনীতিতে অবদান রাখার পাশাপাশি বিবিধ সেবামূলক কার্যক্রমে জড়িত।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে আন্তর্জাতিক অর্ন্তমুখী কল গ্রাহক পর্যায়ে পৌঁছানোর বিনিময়ে ১৪.৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি দেশের টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তির দ্রুত বিস্তার ও উন্নয়নে Tire-৩ ডাটা সেন্টার ও ক্লাউড সার্ভিস এবং ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডর (ISP) হিসেবে সকল পর্যায়ের আইটি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা খাতের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ সকল সেবাকে আরও সময়োপযোগী এবং সাশ্রয়ী করতে প্রতিষ্ঠানটির দক্ষ জনবল নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের সেবাখাতের সম্প্রসারণে এটি একটি অনন্য উদাহরণ।

সেবা রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ মীর টেলিকম লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য অন্যান্য পণ্য ও সেবা খাতে জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

বী-কন নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা।

বী-কন নীটওয়্যার লিমিটেড ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ট্রাউজার, ট্যাংক টপ, পুলওভার, জ্যাকেট, হুডেড, শর্টস ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৫,৯০০ জন এবং বাৎসরিক ১৯.২৯ মিলিয়ন পিস তৈরি পোশাক উৎপাদন করে থাকে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৮০.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের নিট পোশাক রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ড এবং সহায়তা প্রদান করে থাকে যেমন- শিক্ষার্থীদের মাসিক বৃত্তি প্রদান, এলাকার অবকাঠামো উন্নয়ন, ধর্মীয় উপাসনালয়ে অনুদান, ত্রাণ বিতরণ, বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী, বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান ইত্যাদি। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথম বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত ক্যাটাগরিতে রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বী-কন নীটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (রৌপ্য) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ব্রোঞ্জ ট্রফি

তৈরি পোশাক (ওভেন)

তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা।

তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ ২০০৭ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- শার্ট, ট্রাউজার, গার্লস ড্রেসেস, জ্যাকেট, হুডেড, শর্টস ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৮,২৬২ জন কর্মী নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৬ (ষোল) লক্ষ পিস তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১০৭.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৩.৩৮ শতাংশ। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটির LEED প্ল্যাটিনাম সার্টিফিকেশন রয়েছে এবং এটি (পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ) বিদ্যমান কাঠামোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ রেটযুক্ত সবুজ কারখানাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই সুবিধাটি USGBC দ্বারা ডিজাইন করা বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ১১০টির মধ্যে মোট ৮৫টি অর্জন করেছে যেমন অবস্থান ও পরিবহন, টেকসই সাইট, জলের দক্ষতা, শক্তি ও বায়ু, উপাদান ও সম্পদ, অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত গুণমান, উদ্ভাবন এবং আঞ্চলিক অগ্রাধিকার ক্রেডিট। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তারাশিমা এ্যাপারেলস লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

তৈরি পোশাক (নিটওয়্যার)

ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড, ঢাকা।

ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড ২০০৩ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ট্রাউজার, ট্যাংক টপ, পুলওভার, জ্যাকেট, হুডেড, শর্টস ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৭,৪৮৬ জন এবং প্রতি বছর ৩.৪২ কোটি পিস তৈরি পোশাক উৎপাদনে সক্ষম।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১৩৪.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের তৈরি পোশাক রপ্তানি করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.১৪ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি ২০২২ সালে "নেবারহুড অফ এ ফ্যাক্টরি" -এ সেরা সমর্থিত উদ্যোগের জন্য সাসটেইনেবিলিটি লিডারশিপ এ্যাওয়ার্ড, ২০১৬ সালে H&M সাসটেইনেবিলিটি এ্যাওয়ার্ড এবং ২০০৮ সালে BGMEA থেকে CSR এ্যাওয়ার্ড পেয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ফ্লামিংগো ফ্যাশনস লিমিটেড ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

সকল ধরণের সুতা

মেসার্স ভিয়েলাটেক্স স্পিনিং লিঃ, ঢাকা।

মেসার্স ভিয়েলাটেক্স স্পিনিং লিঃ ২০০৪ সালে রপ্তানিমুখী বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের সুতা উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ২০৪৫ জন এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা ২৪০০ মেঃ টন সুতা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৬৬.২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা রপ্তানি করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৯.০৪ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে সার বিতরণ, বনায়ন কর্মসূচি, স্থানীয় মাদ্রাসায় কম্পিউটার বিতরণ, গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে থাকে। এটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের জীবন-মান উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করে তুলে দেশের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নে শামিল হচ্ছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ভিয়েলাটেক্স স্পিনিং লিঃ, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স

হা-মীম ডেনিম লিঃ, ঢাকা ।

হা-মীম ডেনিম লিমিটেড ২০০৪ সালে শতভাগ রপ্তানিমুখী ডেনিম ফেব্রিক্স শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ডেনিম ফেব্রিক্স উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ১৯০৭ জন এবং এর মাসিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৬০ লক্ষ গজ ডেনিম ফেব্রিক্স।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ৯১.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি তৈরি পোশাক শিল্প খাতে ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ হিসেবে বিশেষ অবদান রেখে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। এটি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদান ও দুঃস্থদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি দেশে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব হ্রাসকরণে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে বিশেষ অবদান রাখছে। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

টেক্সটাইল ফেব্রিক্স পণ্য খাতের রপ্তানি বাণিজ্যে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ হা-মীম ডেনিম লিমিটেড, ঢাকা -কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হিমায়িত খাদ্য খাত

এম. ইউ সী ফুডস্ লিঃ, যশোর।

এম. ইউ সী ফুডস্ লিঃ ১৯৮৫ সালে একটি শতভাগ হিমায়িত চিংড়ি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। এটি বাংলাদেশে প্রথম উচ্চ ফলনশীল ভেনামী চিংড়ির চাষ প্রবর্তন করেছে। বর্তমানে ১৮৮ জন কর্মী নিয়ে দৈনিক ২৪ মেট্রিক টন হিমায়িত চিংড়ি প্রক্রিয়াজাত করে থাকে।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানি করে ১০.৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি BRC ও HACCP সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। ইহা দেশের মৎস্য খাতে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও নতুন পণ্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে। প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকদের আর্থিক অনুদান, প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি মৎস্য পণ্য রপ্তানি করে সরাসরি দেশের গ্রামীণ অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

হিমায়িত খাদ্য রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ এম. ইউ সী ফুডস্ লিঃ, যশোর-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

পাটজাত দ্রব্য

করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা।

করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিকারক শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য (হেসিয়ান, স্যাকিং, ইয়ার্ণ ও টোয়াইন) উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,৬১৩ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২,০০০ মেট্রিক টন।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি পাটজাত পণ্য রপ্তানি করে ২৯.৮১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০.৬৭ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার ফরিদপুর সবজান নেছা মহিলা মাদ্রাসা, ফরিদপুর মুসলিম মিশন, আরামবাগ এতিমখানা এর পরিচালনা পর্ষদে যুক্ত হয়ে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকেন। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের এবং দুঃস্থদের চিকিৎসার খরচ প্রদান করে থাকেন। এটি দেশের হারানো ঐতিহ্য পাট পণ্যকে বিশ্ব দরবারে সুপরিচিত করে তুলছে। পলিথিনের বিকল্প হিসেবে প্রাকৃতিক তন্তু দেশের সোনালী আঁশ খ্যাত পাট হতে পণ্য রপ্তানি করে পরিবেশ সুরক্ষায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ করিম জুট স্পিনার্স লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফুটওয়্যার (সকল)

আকিজ ফুটওয়্যার লিঃ, ঢাকা।

আকিজ ফুটওয়্যার লিমিটেড ২০০৫ সালে রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরনের পাদুকা উৎপাদন করে থাকে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৬৫০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৬,৫০,০০০ জোড়া পাদুকা।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এটি ৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ফুটওয়্যার রপ্তানি করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ১৬.৪৩ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি আদ-দ্বীন ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট, আদ্-দ্বীন শিশু কিশোর নিকেতন, আদ্-দ্বীন উইমেন্স মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং আকিজ ফাউন্ডেশন স্কুল এন্ড কলেজ এর সেবা কার্যক্রমের সাথে জড়িত। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ আকিজ ফুটওয়্যার লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

কৃষিজ পণ্য (তামাক ব্যতীত)

এলিন ফুডস ট্রেড, ঢাকা।

এলিন ফুডস ট্রেড ২০০৫ সালে ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা প্রায় ৫০ জন এবং এটি বার্ষিক ৯,৬৫,৭২০ কেজি ফুল-ফলিয়েজ উৎপাদন ও সরবরাহ করে থাকে ।

প্রতিষ্ঠানটি ৪ (চার) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের ফুল-ফলিয়েজ পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৪.৫২ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বৃক্ষরোপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও গৃহায়ন করে থাকে। এটি কৃষি পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে দেশের মাঠ পর্যায়ের কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে অবদান রেখে চলেছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এলিন ফুডস ট্রেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

এগ্রোপ্রসেসিং পণ্য (তামাকজাত পণ্য ব্যতীত)

হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ, ঢাকা।

হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ ২০১১ সালে কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য (বিবিধ ফল থেকে উৎপাদিত জুস ও ড্রিংকস, ক্যান্ডি, টোস্ট, বিস্কুট ইত্যাদি) রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৮,৫০০ জন এবং এটি বার্ষিক ৬ লক্ষ মেট্রিক টন কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করছে ।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এটি ৩৬.৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এ সময়ে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৪৫ শতাংশ। এটি কর্মচারী ও শ্রমিকদের সন্তানদের বৃত্তি প্রদান, গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান, এতিমখানায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে ইহা একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ হবিগঞ্জ এগ্রো লিঃ , ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

হস্তশিল্পজাত পণ্য

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা।

ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি ২০০৭ সালে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পজাত পণ্য যথা- ঝুঁড়ি, বাস্কেট, ফ্লোর ম্যাট, ব্যাগ তৈরি করে থাকে। বর্তমানে এটি ২,৬৫০ জন কর্মী নিয়ে মাসে প্রায় ১,৬৭,৫০০ পিস হস্তশিল্পজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানি করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ২.৪৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। এটি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করে তুলছে, যা দেশের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ হস্তশিল্পজাত পণ্য খাতে ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্লাস্টিক পণ্য

বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা।

বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড ২০০৬ সালে প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদক ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- প্লাস্টিক হ্যাংগার, গামটেপ ও হাউজহোল্ড আইটেম ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৩০০ জন কর্মী নিয়ে বার্ষিক প্রায় ৬ হাজার মেট্রিক টন প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২১.৫১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বিভিন্ন ধরণের প্লাস্টিক পণ্য রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি সাধারণ জনগণের সুশিক্ষা ও চিকিৎসার জন্য প্রাণ-আরএফএল পাবলিক স্কুল ও আমজাদ খান মেডিকেল প্রতিষ্ঠা করেছে। এছাড়া শ্রমিক-কর্মচারীদের সন্তানসহ গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান করে থাকে এবং মসজিদ নির্মাণেও অনুদান দিয়ে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানি বাণিজ্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরুপ বঙ্গ প্লাস্টিক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ, গাজীপুর।

মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ ২০০১ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪৫৩ জন কর্মী নিয়ে বৎসরে ২ (দুই) লক্ষ ইউনিট বাইসাইকেল উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ১২.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ রপ্তানি করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করে তুলছে, যা দেশের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

বাইসাইকেল ও এর যন্ত্রাংশ রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ মেসার্স ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লিঃ, গাজীপুর-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য

বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম।

বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড ২০০৮ সালে বৃহৎ ইস্পাত শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে চট্টগ্রামে যাত্রা শুরু করে। এটি একটি পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী, যা বিভিন্ন ধরণের এম. এস রড উৎপাদন করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি ৪,০০০ জন কর্মী নিয়ে বছরে এক মিলিয়ন মেট্রিন টন রড উৎপাদন করছে।

প্রতিষ্ঠানটি ৬ (ছয়) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন আকারের এম.এস রড রপ্তানি করে ১১.৩৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। বিএসআরএম গ্রুপের বার্ষিক টার্নওভার প্রায় ১১,২৫৮ কোটি টাকার অধিক এবং বিগত তিনবছরে ৭,১২৩ কোটি টাকারও অধিক ভ্যাট, ট্যাক্স, ইলেকট্রিসিটি বিলসহ অন্যান্য বিল বাবদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়েছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে বিগত তিন বছরে বিএসআরএম দশ কোটি চব্বিশ লাখ টাকার অধিক জনকল্যাণে ব্যয় করেছে। শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বাংলাবাজারস্থ বোরহানী বিএসআরএম স্কুল সম্পূর্ণ বিনা বেতনে গরীব ও দুঃস্থ শিশুদের বিগত একদশক ধরে পাঠদান করে আসছে। এটি শিল্প মন্ত্রনালয় কর্তৃক ঘোষিত মর্যাদাপূর্ণ রাষ্ট্রপতি পুরষ্কার, বেস্ট ব্র্যান্ড ট্রফি, বেস্ট প্রেজেনটেড এ্যানুয়াল রিপোর্ট, বেস্ট বিজনেস এ্যাওয়ার্ড (আইসিএবি), পরিবেশ পদক, এসসিবি-এফই সিএসআরসহ নানান পুরষ্কারে ভূষিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করে তুলছে, যা দেশের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য খাতে রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ বিএসআরএম স্টিলস্ লিমিটেড, চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য খাত

নিপ্রো জেএমআই কোম্পানী লিঃ, চট্টগ্রাম।

নিপ্রো জেএমআই কোম্পানী লিমিটেড ২০১১ সালে বৃহৎ ঔষধ সরঞ্জামাদি শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি কিডনী রোগীদের ডায়ালাইসিসের জন্য ব্যবহৃত মেডিক্যাল ডিভাইস ব্ল্যাড টিউবিং সেট উৎপাদন ও বাজারজাত করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা প্রায় ৮,০০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১২ মিলিয়ন পিস ব্ল্যাড টিউবিং সেট।

প্রতিষ্ঠানটি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ঔষধ রপ্তানি করে ১৫.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। জেএমআই গ্রুপ দেশের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়মিত ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করে বিভিন্ন ব্যাংকের সুদৃষ্টি অর্জন করার পাশাপাশি জনতা ব্যাংকের "প্রাইম কাস্টমার" হিসেবে সার্টিফিকেট অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। প্রতিষ্ঠানটি শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের পাশাপাশি ঔষধ সরঞ্জামাদি উৎপাদন করে দেশের স্বাস্থ্য সেবায় অনন্য ভূমিকা এবং আমদানি বিকল্প পণ্য তৈরি করে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি প্রথমবারের মত জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে।

ঔষধ সরঞ্জামাদি রপ্তানিতে এ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ নিপ্রো জেএমআই কোম্পানী লিমিটেড চট্টগ্রাম-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন)

শাশা ডেনিমস্ লিঃ, ঢাকা।

শাশা ডেনিমস্ লিমিটেড ১৯৯৬ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন ধরণের ফেব্রিক্স পণ্য উৎপাদন করছে। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মী সংখ্যা ১,১৮০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ২৮.৮০ মিলিয়ন গজ।

প্রতিষ্ঠানটি ৫ (পাঁচ) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ফেব্রিক্স রপ্তানি করে ৬২.৬৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। এ সময়ে প্রতিষ্ঠানটির রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ছিল ০.১৭ শতাংশ। প্রতিষ্ঠানটির আর্থিক সাহায্যে এ পর্যন্ত প্রায় ২২ জন শিক্ষার্থী তাদের প্রাতিষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা সমাপ্ত করেছে এবং প্রায় ২০০ শিক্ষার্থীর শিক্ষা খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

ইপিজেডভুক্ত ১০০% বাংলাদেশী মালিকানাধীন "সি" ক্যাটাগরির তৈরি পোশাক (নিট ও ওভেন) রপ্তানিতে সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ শাশা ডেনিমস্ লিমিটেড, ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য

মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ, ঢাকা।

প্রচ্ছন্ন রপ্তানিকারক হিসেবে শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক ও বাইসাইকেল শিল্পে বিশ্বমানের বক্স কার্টন ও প্যাকেজিং সামগ্রী সরবরাহের অভিপ্রায়ে মেসার্স ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ ২০১১ সালে রপ্তানি অগ্রযাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটির মোট জনবল ৭৭৫ জন।

প্রতিষ্ঠানটি ৩ (তিন) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানি করে ১৬.৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। রপ্তানি পণ্যের মোড়কের গুনগত মান, বৈচিত্র্য, মূল্যের বিচার ও যথাসময়ে সরবরাহে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকায় প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যে বিশ্বের খ্যাতনামা কতিপয় ব্রান্ডেড ক্রেতার সন্তুষ্টিসহ নমিনেশন অর্জনে সক্ষম হয়েছে। এ সকল নমিনেশন প্রদানকারী ব্রান্ডেড প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাক্রমে H&M, C&A, KONTOOR, Varner, Terranova, Tchibu, Primark, LPP, Levis, Next, Inditex, Tom-Trailor, New Look, Lulu Lemon, Under Armor, B & C Cotton, OKAIDI, Gildan,, Perry Ellis, OVS, Best Seller, Lindex, Mango, Esprit, Sols, Decathlon, Stanley Steela ইত্যাদি অন্যতম। বর্তমানে প্রতি মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাইসাইকেল খাতে ৪টি কারখানাসহ প্রায় ৪৫০টি শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক প্রতিষ্ঠানকে বক্স কার্টন সরবরাহ করছে। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, শ্রমিকদের চিকিৎসা সেবায় অনুদান প্রদান করে থাকে। সার্বিক বিচারে প্রতিষ্ঠানটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

প্যাকেজিং ও এক্সেসরিজ পণ্য রপ্তানিতে অসাধারণ সাফল্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ইউনিগ্লোরী পেপার এন্ড প্যাকেজিং লিঃ , ঢাকা-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।

নারী উদ্যোক্তা/রপ্তানিকারকগণের জন্য সংরক্ষিত (উৎপাদিত পণ্য ও সেবা)

ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ।

ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) ২০০৫ সালে রপ্তানিমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে নারায়ণগঞ্জে যাত্রা শুরু করে। উৎপাদিত পণ্য হচ্ছে- টি-শার্ট, পোলো শার্ট, ট্রাউজার, ট্যাংক টপ, পুলওভার, জ্যাকেট, হুডেড, শর্টস ইত্যাদি। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ৩,৮০০ জন এবং বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫.৫০ কোটি পিস নিট তৈরি পোশাক।

প্রতিষ্ঠানটি ২ (দুই) বার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি অর্জন করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ২৪.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে। প্রতিষ্ঠানটি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চিকিৎসা খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা, মাদ্রাসা ও এতিমখানায় সাহায্য প্রদান, হতদরিদ্র দুঃস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে। সার্বিক বিচারে এটি একটি স্বচ্ছ রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান।

রপ্তানির স্বীকৃতিস্বরূপ ইব্রাহিম নিট গার্মেন্টস (প্রাঃ) লিঃ, নারায়ণগঞ্জ-কে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য জাতীয় রপ্তানি ট্রফি (ব্রোঞ্জ) ও সনদ প্রদান করা হ'ল।